বাঘায় চারশ' শিক্ষার্থীর ক্লাস নিচ্ছেন ২ শিক্ষক

■ বাঘা(রাজশাহী)সংবাদদাতা

বাঘার অবহেলিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পদ্মাপি ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর অবস্থান উপজেলার দুর্গম পদ্মার চরাঞ্চল। এখানে সাড়ে ৪শ' শিক্ষার্থীর জন্য ১০ জন শিক্ষক আবশ্যক হলেও গত দু'বছর প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য অবস্থায় কাগজে-কলমে কাজ করছে পাঁচজন। তবে বাস্তবে রয়েছে মাত্র দু'জন। ফলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসাদ আলী জানান, চরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্গম এলাকা হওয়ায় এখানে কোন শিক্ষক কাজ করতে চান না। এ কারণে গত দু'বছর প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য অবস্থায় চলছে অত্র প্রতিষ্ঠান।

অপর একজন সহকারী শিক্ষক মাহাবুবুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় সাড়ে ৪শ' শিক্ষার্থীর জন্য ১০ জন শিক্ষক আবশ্যক হলেও কাগজে-কলমে রয়েছে মাত্র পাঁচজন। এর মধ্যে একজন ভবতার দাপটে ডেপুটেশনে সবতলা এলাকার একটি স্কুলে কর্মরত আছে। অপর একজন পিটিআই কোর্সে রয়েছে। আর একজন নারী শিক্ষক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছে। এরফলে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জহুরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, গতবছর পিএসসি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। স্থানীয় ইউপি সদস্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য রেজাউল করিম বলেন, যে দু'জন শিক্ষক কর্মরত আছে কোন কারণে এদের একজন না থাকলে সেদিন বিদ্যালয় চালান স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক মিলিনা। তার মতে, এই শিক্ষক এখন এ বিদ্যালয়ের একমাত্র ভরসা। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইয়াকুব আলী বলেন, এ উপজেলায় নতুন যোগদান করেছি।